NTRCA Lecturer and Assistant Teacher Subject Wise Notes

HSC 2nd Paper 5th Chapter

কৃষি অর্থনীতি ও সম্প্রসারণ

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড হলো- কৃষি।
- অর্থনীতি হলো এমন এক বিজ্ঞান যা সম্পদ সৃষ্টি, বণ্টন ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে' বলেছেন- এ্যাডাম স্মিথ।
- কৃষি অর্থনীতির পরিকাঠামোর স্তম্ভ-৪টি।
- কৃষি হলো ভূমি চাষাবাদের বিজ্ঞান ও শিল্প' বলেছেন- কোহেন।
- কৃষিকে পরোক্ষভাবে পেশা হিসেবে গ্রহণকারীদের জন্য কৃষি উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়- ২০১৭ সালে।
- কৃষকের সুসংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ভোগের একক- খামার।
- পারিবারিক খামারে কৃষক সাধারণত হাঁস-মুরগি পালন করে- ৫-১৫টি।
- পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়-বাণিজ্যিক খামারে।
- মাছের ডিম বা পোনা উৎপাদনের খামার হলো- হ্যাচারি।
- কৃষি শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে অর্থনীতির সাধারণ সূত্রসমূহ প্রয়োগ করা হয়- কৃষি অর্থনীতিতে।
- আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার দিবস পালিত হয়- সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে।
- আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার বছর ঘোষণা করা হয়- ২০১৪ সালকে।
- প্রধান প্রধান খাদ্য ও শিল্প ফসল উৎপাদনের মূল ক্ষেত্র- বাণিজ্যিক খামার।
- একটি দেশের কৃষির উন্নয়নসূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়- বাণিজ্যিক খামারকে।
- ধরনের ওপর ভিত্তি করে খামার- ২ প্রকার।
- মালিকানার ভিত্তিতে খামারের প্রকার- ৩ প্রকার।
- স্থায়িত্বের ভিত্তিতে খামার- ৩ প্রকার।
- আয়তনের দিক থেকে খামার- ২ প্রকার।
- সমবায় গঠনের মাধ্যমে কৃষিকাজ পরিচালনা করা হয়- যৌথ খামারে।
- কৃষকের স্থানীয় মৌলিক চাহিদা মেটানো খামার- ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামার।
- সর্বোচ্চ লাভের উদ্দেশ্যে নির্মিত খামার - বৃহৎ খামার।
- একই ধরনের পণ্য উৎপাদন করা হয়- একক পণ্য খামারে।
- একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধির পর উপাদান বৃদ্ধি পেলেও গড় উৎপাদন হ্রাস পাবে- ক্রমহ্রাসমান আয় নীতিতে।
- উৎপাদনের লাভ-লোকসান নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়- ব্যয় নীতি। উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও খরচ দ্বারা পণ্য নির্ধারণ করা হয়-প্রতিস্থাপন নীতি দ্বারা।
- লাভজনক খামার প্রতিষ্ঠায় সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন- সংগঠক।
- বছরে একাধিক ফসল প্রজাতি সঠিকভাবে নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়-ফসল বিন্যাস।
- খামারে গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়- ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ।
- প্রতিটি গাছের আলাদা আলাদা যত্ন নিতে হয়- উদ্যান ফসলে।
- শস্য উৎপাদনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে- মাটির গুণাগুণ।
- ধান উৎপাদনে অধিক উপযোগী মাটি- পলি দোঁআশ।

fb.@krisishikkha.com

- দোঁআশ মাটিতে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন উপযোগী ফসল -পাট।
- শস্য চাষের যাবতীয় কাজের কর্মসূচি হলো- শস্য পঞ্জিকা।
- ফসলের জীবনকাল সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে- শস্য পঞ্জিকা।
- বহুবিধ ফসল চাষের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে- শস্য পঞ্জিকা।
- সঠিক সময়ে বিভিন্ন ফসলের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ ও পরিচর্যা করার
- উদ্দেশ্যে অনুসরণ করতে হয়- শস্য পঞ্জিকা।
- ফসল তালিকা নির্ধারণে সহায়তা করে- শস্য পঞ্জিকা।
- অশিক্ষিত কৃষকদের জন্য উপযোগী শস্য পঞ্জিকা- ছবি সংবলিত।
- মাসিক কাজভিত্তিক শস্য পঞ্জিকায় প্রতিমাসে তৈরি করা কার্যশিট সংখ্যা- ১টি।
- যে শস্যপঞ্জিকাতে ফসলের পরিচয়, উৎপাদন কৌশল, ফলন ও কর্তন তথ্য উপস্থাপন করা হয় তাকে বলা হয়-সারণিমূলক শস্য পঞ্জিকা।
- বোরো ধান কাটা হয়- বৈশাখ মাসে।
- সবচেয়ে ব্যয়বহুল শস্য পঞ্জিকা হলো- ছবি সংবলিত শস্য পঞ্জিকা।
- একই জমিতে বিভিন্ন বছর ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করাকে বলা হয়- শস্য পর্যায়।
- সর্বোত্তম শস্য পর্যায়ের ব্যাপ্তিকাল- ৩-৫ বছর।
- শস্য পর্যায়ে অগভীরমূলী ফসল উৎপাদনের পর উৎপাদন করতে হবে-গভীরমূলী ফসল।
- শস্যে রোগ ও পোকার আক্রমণ কমাতে অনুসরণ করা হয়- শস্য পর্যায়।
- একটি জমিতে এক বছরে পর্যায়ক্রমে ফসল চাষের পরিকল্পনা হলো-ফসল বিন্যাস।
- মৃত্তিকা, জলবায়ু, মানুষের চাহিদা, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা নির্ধারিত হয়- ফসল বিন্যাস।
- কোনো জমিতে বছরে যে কয়টি ফসল চাষ করা হয় তার শতকরা হারকে বলে- ফসল বিন্যাসের নিবিড়তা।
- বাংলাদেশের ৭৬ শতাংশ জমিতে চাষ করা হয়- ধান।
- কোনো ফসলের পরিপিক্কতা নিকটবর্তী হলে ফসল কর্তনের এক সপ্তাহ আগে শিম জাতীয় ফসলের বীজ বপন পদ্ধতিকে বলে- রিলে চাষ।
- নিচু জমিতে শস্য চক্র অনুসরণ করা যায় না- বন্যার কারণে।
- কৃষি উপকরণ ক্রয়, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদির জন্য কৃষকের ঋণ নেয়া হলো-কৃষি ঋণ।
- গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাজের জন্য স্বল্প পরিমাণ প্রদত্ত ঋণ হলো- ক্ষুদ্র ঋণ।
- উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো- মূলধন।
- বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের হার- ৯৮%।
- "কৃষির জন্য ঋণ অত্যাবশ্যক" বলেছেন- ফ্রেডারিক নিকলসন।
- স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের সময়কাল- ৬-১২ মাস।
- কূপ খনন, স্বল্পমূল্যের কৃষি যন্ত্রপাতি ও হালের বলদ ক্রয়ের জন্য কৃষক গ্রহণ করে- মধ্যমেয়াদী ঋণ।
- পাম্প, ট্রাক্টর ক্রয়, গুদামঘর নির্মাণ, গবাদি খামার নির্মাণের
- জন্য কৃষক গ্রহণ করে- দীর্ঘমেয়াদি ঋণ।
- কৃষি খামারের গড় বেনেফিট কস্ট অনুপাত- ৩:১।
- প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা ২% পর্যন্ত কম সুদে ঋণ দিয়ে থাকে- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- মোট প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণের অর্ধেকের বেশি প্রদান করে- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

fb.@krisishikkha.com

- কৃষি ঋণ সরবরাহকারী সমিতি ও সংস্থাসমূহকে ঋণ প্রদান করে-সমবায় ব্যাংক।
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৭ সালে।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে।
- গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৭৯ সালে।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষকরা গ্রহণ করে মোট কৃষি ঋণের-শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ।
- সুদ-বিহীন ঋণ পাওয়া যায়- আত্মীয়-স্বজন থেকে।
- কৃষক বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে-শতকরা ৫৩ ভাগ।
- কৃষকরা মোট কৃষি ঋণের মধ্যে গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে নেয়- শতকরা ১০ ভাগ।
- কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে সর্বাধিক সুদের হারের উৎস হলো- গ্রাম্য মহাজন।
- একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করাকে বলে-সমবায়।
- উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমবায়- ২ ধরনের।
- কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন হলো- সমবায়।
- বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে কৃষি সমবায় সার্ভিস চালু হয়- ১৯৫৪ সালে।
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণে কুমিল্লায় প্রথম কৃষি সমবায়
- খামার গড়ে তোলেন- আখতার হামিদ খান।
- সমবায়ের সংজ্ঞা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো- ICA।
- ব্যাপক আকারে চাষাবাদের উদ্দেশ্যে গঠিত সমবায় হলো- কৃষি মূলধন সমবায়।
- বাংলাদেশে একটি লাভজনক খামার করতে জমির প্রয়োজন- ৭-১০ বিঘা।
- কৃষি সমবায়ের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রকাশকারী নীতি হলো- এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি।
- প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা- ২০ জন।
- সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত আইন- সমবায় আইন।
- বাংলাদেশের সমবায় আইন প্রণীত হয়- ২০০১ সালে।
- সমবায় আইন সংশোধিত হয়- ২০০২ সালে।
- 'সমবায় সমিতি আইন-২০০১ অনুসারে আইনটিতে অধ্যায় আছে-১৩টি।
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সমবায় মালিকানার- ২য় খাত।
- সমবায় সমিতি আইন লঙ্ঘন করলে জেল হতে পারে- ৭ বছরের।
- সমবায় আইনের ১০ অধ্যায়ের ধারা- ৬টি।
- ১০০ বা এর কম সদস্য বিশিষ্ট সমবায় সমিতির সাধারণ সভার কোরাম সদস্য সংখ্যা- এক-তৃতীয়াংশ।
- সমবায়ের অবসায়নের আদেশ দেন- নিবন্ধক।
- সমবায় আইনে ধারা রয়েছে মোট- ৯০টি।
- সমবায়ের মূলমন্ত্র হলো- একতাই বল।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্য সঠিকভাবে ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয়াকে বলে- কৃষি বাজারজাতকরণ।
- শিল্পের কাঁচামালের গতিশীলতা বজায় রাখতে প্রয়োজন-বাজারজাতকরণ।
- বাজারজাতকরণের ফলে কর্মসংস্থাণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- উৎপাদনকারি কৃষকদের নিকট থেকে কম দামে পণ্য সংগ্রহ করে- ফড়িয়া।
- কৃষকদের একতা, সহযোগিতা ও নৈতিক শিক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ করে- সমবায়।
- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকে- দুই শ্রেণির মানুষ।
- সমবায় সমিতির কর্ণধার হলো সমিতির- সদস্যবৃন্দ।'
- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে অনুসরণীয় প্রধান ধাপ সংখ্যা-৪টি।

fb@krisishikkha.com

- BCR এর পূর্ণরূপ হলো- Benefit Cost Ratio।

ভাইভার জন্য পড়ুন

প্রশ্ন-১, কৃষি অর্থনীতি কী?
উত্তর: অর্থনীতির যে শাখায় কৃষির যাবতীয় কর্মকাণ্ড, প্রয়োজনীয় মূলধন, কৃষি ঋণ, লাভ-ক্ষতি, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও ভোক্তাদের বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলে কৃষি মধ্যে বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে অর্থনীতি।

প্রশ্ন-২, বহুমুখী বা মিশ্র খামার কাকে বলে?
উত্তর: যে সকল খামারে বহু ধরনের ফসল ও পণ্য উৎপাদন করা হয় সেগুলোকে বহুমুখী বা মিশ্র খামার বলে।

প্রশ্ন-৩. খামার কী?
উত্তর: খামার হলো একটি সংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ভোগের একক যেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন, পশুপাখি পালন,
মৎস্য চাষ ও গাছপালা উৎপন্ন করা হয়।

প্রশ্ন-৪. কৃষি বিষয়ে কোহেনের সংজ্ঞাটি লিখো।
উত্তর: কোহেনের মতে, কৃষি হলো ভূমি চাষাবাদের বিজ্ঞান ও শিল্প।

প্রশ্ন-৫. কৃষি খামার কী?
উত্তর: কৃষি খামার হলো কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার একটি স্থাপনা যেখানে খামারের বিভিন্ন উপাদানের (জমি, শ্রমিক ইত্যাদি) সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয়।

প্রশ্ন-৬. স্বয়ংসম্পূর্ণ খামারকরণ কী?
উত্তর: যে সব খামার ব্যবস্থায় আপন পরিবারের প্রয়োজনীয় সকল কৃষিপণ্য কৃষকের প্রয়োজনানুসারে নিজ নিজ খামারে উৎপাদন করা হয়। তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ খামারকরণ।

প্রশ্ন-৭. কোন সালকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার বছর ঘোষণা করা হয়েছিল?
উত্তর: ২০১৪ সালকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার বছর ঘোষণা করা হয়েছিল। খামার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (মাঠ ও উদ্যান ফসলের খামার স্থাপনের পরিকল্পনা)

প্রশ্ন-৮. আবর্তক ব্যয় কী?
উত্তর: খামারের দৈনন্দিন খরচের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তাই আবর্তক ব্যয়।

প্রশ্ন-১. খামার ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
উত্তর: খামারে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত সমন্বয় কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিকে খামার ব্যবস্থাপনা বলে।

প্রশ্ন-১০, শস্য ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
উত্তর: ফসলের বৃদ্ধি, বিকাশ ও উন্নত ফলন লাভে কৃষি প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও কৃষিতাত্ত্বিক অনুশীলনকে শস্য ব্যবস্থাপনা বলে।

প্রশ্ন-১১. খামার পরিচালনা কাকে বলে?
উত্তর: খামারের সম্পদ, শ্রমিক ও সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার করে কৃষি পণ্য উৎপাদন করাকে খামার পরিচালনা বলে।

প্রশ্ন-১২. ফসল বিন্যাস কী?
উত্তর: একটি জমিতে এক বছরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল চাষের পরিকল্পনাই হলো ফসল বিন্যাস।

প্রশ্ন-১৩. শস্য পর্যায় কী?
উত্তর: শস্য পর্যায় হলো কোনো জমিতে প্রতি বছর একই ফসল চাষ না করে প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করার পরিকল্পনা।

প্রশ্ন-১৪. মিশ্র শস্য চাষ কাকে বলে?
উত্তর: কোনো প্রধান ফসলের সাথে অন্য একটি শস্য বীজ একত্রে বপন করে উৎপাদন করা হলে তাকে মিশ্র ফসল চাষ বলে।

প্রশ্ন-১৫. রিলে চাষ কী?
উত্তর: যখন একটি জমিতে একটি ফসল সংগ্রহের পর পরই আরেকটি ফসলের বীজ বুনে বছরে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদন করা যায়, তখন তাকে বলে পর্যায়ক্রমিক বা রিলে ফসল চাষ।

প্রশ্ন-১৬. শস্য পঞ্জিকা কী?
উত্তর: কোনো খামারে কী কী ফসল জন্মানো হবে, বারো মাসের মধ্যে কোন মাসে কোন কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং এতে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তার সারমর্মধর্মী পরিকল্পনাই হলো শস্য পঞ্জিকা।

fb:@krisishikkha.com

প্রশ্ন-১৭. ফসল বিন্যাসের নিবিড়তা কী?
উত্তর: সাধারণত এক বছরে কোনো নির্দিষ্ট জমিতে যে কয়টি ফসল চাষ করা হয়, তার শতকরা হারই হলো ঐ জমির ফসল বিন্যাসের নিবিড়তা।

প্রশ্ন-১৮. কোন জমির ফসল বিন্যাসের নিবিড়তা ৩০০% বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: কোনো জমির ফসল বিন্যাসের নিবিড়তা ৩০০% বলতে বোঝায় ঐ জমিতে বছরে ৩টি ফসল চাষ হয়।

প্রশ্ন-১৯. আন্তঃফসল কী?
উত্তর: যখন একই জমিতে কোনো প্রধান ফসলের মধ্যে অন্য এক বা একাধিক অপ্রধান ফসল একসাথে চাষ করা হয় তখন তাকে বলা হয় আন্তঃফসল।

প্রশ্ন-২০. এক ফসলি বিন্যাস কী?
উত্তর: একটি জমিতে বছরে একটি মাত্র ফসল চাষ করা হলে তাকে এক ফসলি বিন্যাস বলে।

প্রশ্ন-২১. কৃষিঋণ কী?
উত্তর: কৃষিকাজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকরা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক (ব্যাংক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস (আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম্য মহাজন ইত্যাদি) থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাই কৃষি ঋণ।

প্রশ্ন-২২. ক্ষুদ্র ঋণ কী?
উত্তর: পল্লীর ভূমিহীন ও স্বল্পবিত্ত বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন ধারায় আনার লক্ষ্যে জামানতবিহীন যে স্বল্প পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়া হয় তাকে ক্ষুদ্র ঋণ বলে।

প্রশ্ন-২৩. দাদন কী?
উত্তর: দাদন হলো একটি বিনিয়োগ কৌশল যা বর্তমানে ঋণ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৪. BRDB-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: BRDB-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Rural Development Board

প্রশ্ন-২৫. মধ্যমেয়াদি ঋণ কাকে বলে?
উত্তর: হালকা ও স্বল্প মূল্যের কৃষি যন্ত্রপাতি এবং হালের বলদ ক্রয়, কূপ খনন ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষকরা ১-৫ বছরের জন্য যে ঋণ নিয়ে থাকেন তাকে মধ্যমেয়াদি ঋণ বলে।

প্রশ্ন-২৬. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ কাকে বলে?
উত্তর: সাধারণত পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য যে ঋণ দেওয়া হয়। তাকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলে।

প্রশ্ন-২৭. কৃষি সমবায় কী?
উত্তর: কৃষিকাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সীমিত সংখ্যক কৃষক একমত হয়ে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আইনের আওতায় যে সমবায় গড়ে তোলে তাই কৃষি সমবায়।

প্রশ্ন-২৮. কৃষি সমবায়ের ভিত্তি কী?
উত্তর: প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফার শরিকানা লাভ করবেন, এটাই সমবায়ের মূল ভিত্তি।

প্রশ্ন-২৯. সমবায় আইন কী?
উত্তর: সমবায় প্রতিষ্ঠা, নিবন্ধন, পরিচালনা ও সমবায়ের সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণের আইনই হলো সমবায় আইন।

প্রশ্ন-৩০. সমবায় কাকে বলে?
উত্তর: একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করাকে সমবায় বলে।

প্রশ্ন-৩১. কৃষি মূলধন বা সঞ্চয় সমবায় কাকে বলে?
উত্তর: যে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের সঞ্চিত অর্থ একত্র করে চাষাবাদের জন্য মূলধনের যোগান দিয়ে থাকেন তাকে কৃষি মূলধন বা সঞ্চয় সমবায় বলে।

প্রশ্ন-৩২. কৃষি উপকরণ সমবায় কাকে বলে?
উত্তর: যে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যেমন- বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন তাকে কৃষি উপকরণ সমবায় বলে।

প্রশ্ন-৩৩. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ কী?
উত্তর: যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষি পণ্য কৃষক বা উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায় তাকেই বলে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ।

প্রশ্ন-৩৪. কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজার কাকে বলে?
উত্তর: কৃষকেরা উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য সপ্তাহে এক বা দুই দিন গ্রামে যে হাট বসে তাকে কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজার বলে।

fb:@krisishikkha.com